## কিন্তু রাসূল (সাঃ) কি এরূপ বিভাজনমূলক পরিভাষা ব্যবহার করতে পারেন?

নবী ইব্রাহীম (আঃ) কি গোষ্ঠীবাদী ছিলেন? অথবা নবী নূহ (আঃ) এবং নবী মূসা (আঃ) কি গোষ্ঠীবাদী ছিলেন? যদি শিয়া কোন বিভেদ সৃষ্টিকারী বা গোষ্ঠীবাদী পরিভাষা হতো, তাহলে না আল্লাহ্ তার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নবীদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করতেন না মহানবী (সাঃ) তাদের প্রশংসা করতেন।

এটি অবশ্যই সত্য যে রাসূল (সাঃ) কখনই মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে চান নি। তিনি সকল মানবজাতিকে ইমাম আলী (আঃ) এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে, এবং পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরী ও খলিফা হিসাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে যারা রাসূল (সাঃ) এর ইচ্ছার কদর করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল স্বল্প এবং তারাই "আলী-র শিয়া" হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা সবধরণের বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, সেই দিন থেকে যে দিন মানবতার মুক্তিদাতা মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন। যদি সমগ্র মুসলিম জাতি রাসূল (সাঃ) এর ইচ্ছার পালন করতো, তাহলে ইসলামে শ্রেণীভেদের কোন অস্তিত্বই থাকতো না। হাদীস অনুসারে, রাসূল (সাঃ) বলেন:

**"আমার পর কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের মাঝে বিরোধ ও বিদ্বেষ এর উদ্ভব হবে, যখন সেরকম পরিস্থিতি হবে, তখন আলী-কে খুঁজে বের করবে, কেননা সে সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করতে সক্ষম"**

- আলী মুত্তাক্বী আল-হিন্দী, *কান্‌জ আল-উম্মাল*, (মুলতান) খন্ড.২, পৃষ্ঠা.৬১২, সংখ্যা.৩২৯৬৪

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত কুরআনের আয়াত সম্পর্কে কিছু সংখ্যক সুন্নী আলেম, রাসূল (সাঃ) এর বংশধর (*আহ্‌ল আল-বায়ত*) এর ষষ্ঠ ইমাম, ইমাম যাফার আল-সাদিক (আঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে:

আমরাই আল্লাহ্‌র রজ্জু যে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন: *আর তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না*

- আল-সালাবী, *তাফসীর আল-কাবীর*, ৩:১০৩ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে
- ইবনে হাজার আল-হায়সামী, *আল-সাওয়াইক আল-মুহ্‌রিক্বাহ্*, (কায়রো) অধ্যায়.১১, অংশ.১, পৃষ্ঠা.২৩৩

সুতরাং, যদি আল্লাহ্ শ্রেণীভেদেকে অপছন্দ করেছে, তবে তা তাদের জন্য যারা তাঁর রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদেরকে নয় যারা একে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে!

### পরিশেষে:

আমরা এটি স্পষ্ট করেছি যে, শিয়া শব্দটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বান্দাদের অনুসারীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, এবং রাসূল (সাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী ইমাম আলী (আঃ) এর অনুসারীদের জন্য। যে ব্যক্তি এরূপ ঐশ্বরিক পথপ্রদর্শকের অনুসারী সে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ্‌র মজবুত রজ্জুকে করায়ত্ত করার ফলে সে জান্নাতের সুসংবাদ পাবে।

**ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তথ্য বিস্তারিত জানতে হলে নীচের ওয়েব-সাইটটি দেখুন ঃ**

***http://al-islam.org/faq/***

*আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না*

(আল-কুরআন ৩:১০৩)

# কেন শিয়া?

"শিয়া" পরিভাষাটি মূলতঃ একটি বিশেষণ হিসেবে রাসূল (সাঃ) এর বংশধরদের (*আহ্‌ল আল-বায়ত*) মাঝ থেকে মনোনিত ইমামদের যারা অনুসরণ করেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তারা এটি কোন গোষ্ঠীবাদ বা মুসলমানদের মধ্যে বিভাজনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন না। বরং তারা শব্দটি এ জন্যই ব্যবহার করেন যে তা পবিত্র কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) ব্যবহার করেছেন এবং প্রথম যুগের মুসলমানগণ এটি ব্যবহার করতেন - যখন *সুন্নী* বা *সালাফী* এ জাতীয় শব্দ অস্তিত্বই লাভ করেনি।

## আল-কুরআনে শিয়া

"শিয়া" শব্দের অর্থ "অনুসারী;কোন দল বা গোস্ঠীর সদস্য" । আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কিছু দ্বীনদার বান্দা অন্য দ্বীনদার বান্দাদের শিয়া ছিল ।

*আর নিশ্চয়ই ইব্রাহীম তাঁর শিয়াদের (নূহপন্থীদের) অন্তর্ভূক্ত ছিল*
(আল-কুরআন ৩৭:৮৩)

*এবং তিনি (মূসা আঃ) শহরে প্রবেশ করলেন এমন সময়ে যখন তার অধিবাসিরা ছিল বেখবর, সেখানে তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন, এদের একজন ছিল তাঁর নিজ শিয়া আর অন্যজন শত্রুদলের, অতঃপর যে তাঁর শিয়া সে শত্রুদলের ঐ লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল*
(আল-কুরআন ২৮:১৫)

এভাবে শিয়া আল্লাহর মনোনীত একটি শব্দ যা তিনি কুরআনে তাঁর উচ্চ ও সম্মানিত নবী ও তাঁদের অনুসারীদের উদ্দ্যেশ্যে ব্যবহার করেছেন ।

যদী কেউ কোন সত্যপন্থী বান্দার শিয়া হয়, তবে তার শিয়া হওয়ায় কোন দোষ থাকতে পারে না । অন্যদিকে, যদি কেউ কোন অত্যাচারী অথবা পাপীর শিয়া হয়, তাহলে সে তার নেতার মতই ভাগ্যবরণ করবে । পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শেষ বিচারের দিন মানুষ দলে দলে আসতে থাকবে এবং প্রত্যেক দলের অগ্রভাগে থাকবে ঐ দলের নেতা (*ইমাম*) । আল্লাহ্ বলেন:

*(স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেককে তাদের ইমাম সহ আহবান করব*
(আল-কুরআন ১৭:৭১)

শেষ বিচারের দিনে, প্রত্যেক দলের অনুসারীদের ভাগ্য নির্ভর করবে তাদের ইমামদের ভাগ্যের উপর (যদি তারা সেই ইমামদেরকে যথার্থই অনুসরণ করেছে) । আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে ইমাম দু ধরনের রয়েছে:

*আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছিলাম কিন্ত তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করত, কেয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না । এ পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিনে তারা হবে দূর্দশাগ্রস্ত*
(আল-কুরআন ২৮:৪১-৪২)

পবিত্র কুরআন এও মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ এমন ইমামদেরকেও মনোনীত করেছেন যাঁরা মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক:

*তারা সবর করত বলে আমরা তাদেরকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম যাতে তারা আমাদের আদেশে পথ প্রদর্শন করে, এবং তারা আমাদের আয়াত সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল*
(আল-কুরআন ৩২:২৪)

নিশ্চয়ই, এইসব ইমামদের সত্যপন্থী অনুসারীগণ (শিয়া) কিয়ামতের দিন প্রকৃত সমৃদ্ধি ও সাফল্য লাভ করবে ।

## হাদীসে শিয়া

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, "শিয়া" শব্দটি বিশেষতঃ ইমাম আলী (আঃ) এর অনুসারীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে । এটি পরবর্তি কালে উদ্ভূত কোন পরিভাষা নয়! প্রথম যিনি এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) । যখন কুরআনের এ আয়াতটি নাজিল হয়:

*(পক্ষ্যান্তরে) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তারাই সৃষ্টির সেরা*
(আল-কুরআন ৯৮:৭)

রাসুল (সাঃ) আলী (আঃ) কে বললেন: "**এটি তোমার ও তোমার শিয়াদের জন্য ।**"

তিনি আরও বললেন: "**আমি কসম করে বলছি সেই সত্তার যিনি আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন যে এই ব্যক্তি (আলি) এবং তার শিয়ারা পুনরুত্থানের দিন নিষ্কৃতি নিশ্চিত করেন ।**"

- জালাল আল-দীন আল-সূয়ূতী, *তাফসীর আল-দূরর্ আল-মানসুর*, (কায়রো) খন্ড.৬, পৃষ্ঠা.৩৭৯
- ইবনে জারীর আল-তাবারী, *তাফসীর জামী আল-বায়ান*, (কায়রো) খন্ড.৩৩, পৃষ্ঠা.১৪৬
- ইবনে আসাকির, *তারিখ দিমাশ্ক*, খন্ড.৪২, পৃষ্ঠা.৩৩৩, পৃষ্ঠা.৩৭১
- ইবনে হাজার আল-হায়সামী, *আল-সাওয়াইক আল-মুহ্রিক্বাহ্*, (কায়রো) অধ্যায়.১১, অংশ.১, পৃষ্ঠা.২৪৬-২৪৭

রাসূল (সাঃ) বলেন: "**হে আলী! (শেষ বিচারের দিন) তুমি এবং তোমার শিয়াগণ আল্লাহ্র দিকে আসবে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও প্রভূত প্রশান্তির সাথে,** আর তোমার শত্রুরা তাঁর দিকে আসবে ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত হয়ে (তাদের মাথা উচু করে রাখতে বাধ্য করা হবে) । "

- ইবনে আল-আসীর, *আল-নিহাইয়া ফি গ্বারিব আল-হাদীস*, (বাইরুত, ১৩৯৯), খন্ড.৪, পৃষ্ঠা.১০৬
- আল-তাবারানী, *মুযাম আল-কাবীর*, খন্ড.১, পৃষ্ঠা.৩১৯
- আল-হায়সামী, *মাযমা আল-জাওয়াইদ*, খন্ড.৯, সংখ্যা.১৪১৬৮

রাসূল (সাঃ) বলেন: "**সুসংবাদ হে আলী! নিশ্চয়ই তুমি এবং তোমার শিয়াগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে ।**"

- আহ্মাদ ইবনে হাম্বাল, *ফাজায়িল আল-সাহাবা*, (বাইরুত) খন্ড.২, পৃষ্ঠা.৬৫৫
- আবু নুয়াইম আল-ইস্পাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, খন্ড.৪, পৃষ্ঠা.৩২৯
- আল-খাতিব আল-বাগদাদী, *তারিখ বাগদাদ*, (বাইরুত) খন্ড.১২, পৃষ্ঠা.২৮৯
- আল-তাবারানী, *মুযাম আল-কাবীর*, খন্ড.১, পৃষ্ঠা.৩১৯
- আল-হায়সামী, *মাযমা আল-জাওয়াইদ*, খন্ড.১০, পৃষ্ঠা.২১-২২
- ইবনে আসাকির, *তারিখ দিমাশ্ক*, খন্ড.৪২, পৃষ্ঠা.৩৩১-৩৩২
- ইবনে হাজার আল-হায়সামী, *আল-সাওয়াইক আল-মুহ্রিক্বাহ্*, (কায়রো) অধ্যায়.১১, অংশ.১, পৃষ্ঠা.২৪৭